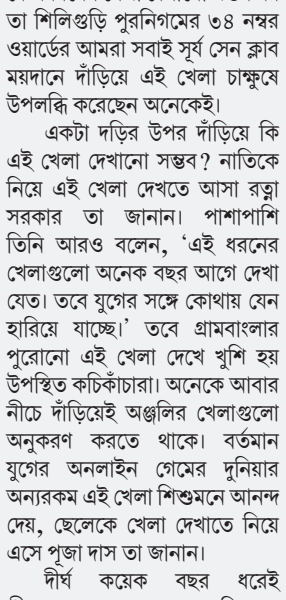

সেনাকর্মী পরিচয়ে সাইবার অপরাধ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৩ জানুয়ারি : স্থলসেনা, বায়ুসেনা, বিএসএফ, সিআইএসএফের কর্মী পরিচয় দিয়ে সাইবার অপরাধ বাড়ছে। সাইবার অপরাধীরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় সামরিক বিভাগ যেমন স্থলসেনা, বায়ুসেনা, বিএসএফ, সিআইএসএফ, এএসবি'র আইডি চুরি করে ফেক আইডি তৈরি করে ওএলএক্সে গাড়ি, বাইক আসবাবপত্র বিক্রি করা বা হোটেল রেস্তোরাঁয় খাবারের অর্ডার দিয়ে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ।

শুধু তাই নয়, সামরিক বিভাগের কর্মী পরিচয় দিয়ে যুবতীদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়। তারপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওইসব যুবতীর অ্যাকাউন্ট থেকেও টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে চক্রটি। সামরিক বিভাগের গোয়েন্দারা এই প্রতারকদের ধরার চেষ্টা করলেও এখনও পর্যন্ত নাগাল পায়নি। ফলে সামরিক বিভাগকেও ভাবনায় ফেলেছে এই প্রতারকচক্রটি।

কীভাবে প্রতারণা হয়? সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে সামরিক বিভাগের কর্মী পরিচয় দিয়ে আপার বাগডোগরার একটি রেস্তোরাঁয় বিভিন্ন ধরনের খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়। বলা হয় বাড়িতে জন্মদিনের পার্টি আছে ৭০ প্যাকেট বিরিয়ানি, মাংস ইত্যাদির অর্ডার দিয়ে বলা হয় অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট পাঠাবে। অ্যাকাউন্ট নম্বর, ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) নম্বর চাওয়া হয়। রেস্তোরাঁর মালিক সামরিক বিভাগের কর্মী ভেবে বিশ্বাসে অ্যাকাউন্ট নম্বর, ইউপিআই নম্বর পাঠিয়ে দেন। প্রথমে প্রতারক অল্প টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠানোর পর কিছুক্ষণের মধ্যেই রেস্তোরাঁ মালিকের অ্যাকাউন্টের সমস্ত টাকা হাপিস হয়ে যায়। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (এমইএস)-এর ঠিকাদার পরিচয় দিয়ে শিলিগুড়ির এক সিমেন্ট ব্যবসায়ীকে ফোন করে ২০০ ব্যাগ সিমেন্ট কেনার জন্য আগাম কিছু টাকা দেওয়ার জন্য ওই ব্যবসায়ীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং ইউপিআই নম্বর চায়। ব্যবসায়ী নম্বর দেওয়ার পরেই ৮০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকচক্রটি। কালিম্পংয়ের এক ছাত্র ওএলএক্সে দেখে যে, ২০২০ মডেলের স্কুটি বিক্রি হবে ২০ হাজার টাকায়। ওই ছাত্রটি হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে। প্রতারকরা আগাম ২০ হাজার নেওয়ার পরে জানায় যে, কুরিয়ারে স্কুটি পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্কুটি পৌঁছায়নি ওই ছাত্রের কাছে।

এভাবেই প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ প্রতারিত হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, প্রতারিতরা লজ্জায় পুলিশের কাছে অভিযোগ করছেন না। আবার অভিযোগ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও কিনারা করতে পারে না পুলিশ। সেনা গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক আধিকারিকের কথায়, 'আমরা তদন্ত করে জানতে পেরেছি হরিয়ানার মেবাদ, গুরুগ্রাম এবং রাজস্থানে বসে সাইবার অপরাধচক্রটি সর্বত্র তাদের জাল বিস্তার করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দক্ষভাবে প্রতারণা করে চলেছে। ফলে নাগাল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ ওই চক্রের চাঁইরা প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের কাছে প্রথমে পরিচয় করে তারপরে শুরু করে নাটকীয় ঢঙে অভিনয়। বলে বাড়িতে মা অথবা বাবা খুব অসুস্থ, আমার মোবাইল, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড চুরি হয়ে গিয়েছে। মোবাইলের সিম নেওয়ার জন্য ডকুমেন্ট নেই। তোমার ডকুমেন্ট দিয়ে সিম কার্ড নিলে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম। খোঁজখবর নিতে পারতাম বলে কান্নাকাটি করে। সহজ সরল মানুষের মধ্যে কেউ একজন তাঁর ডকুমেন্ট দিয়ে সিম কার্ড দেন, সেই সিম মোবাইলে ভরে প্রতারণা করে। গোয়েন্দারা তদন্ত করতে গিয়ে দেখেন সিম কার্ড যাঁর নামে রয়েছে তিনি অতি সাধারণ মানুষ, তিনি এসবের কিছুই জানেন না, ফলে আসল অপরাধীর হদিস পাওয়া যায় না।

ওসি সাইবার ক্রাইম বিশ্বজিৎ মজুমদার বলেন, 'সামরিক পরিচয়ে এরকম জালিয়াতির অভিযোগ আমরা পাচ্ছি। কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তবে এধরনের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে কিছুটা সময় লাগে।'

প্রতারণার জাল

- সেনাকর্মী পরিচয়ে সাইবার অপরাধ
- ফেক আইডি তৈরি করে হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাবারের অর্ডার দিয়ে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানো
- সামরিককর্মী পরিচয়ে যুবতীদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়
- বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুবতীর অ্যাকাউন্ট থেকেও টাকা হাতাচ্ছে চক্রটি
- সামরিক বিভাগের গোয়েন্দারা এখনও নাগাল পাননি

দশকের পর দশক আবর্জনা জমে রূপ নিয়েছে পাহাড়ের। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা। ইস্টার্ন বাইপাসের পাশে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডই দীর্ঘদিন থেকে এলাকাবাসীর মাথাব্যথা। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস

বাজারে দুষ্কৃতী আখড়া

তপনকুমার বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১৩ জানুয়ারি : একদিকে বেহাল পরিকাঠামো, অন্যদিকে দুষ্কৃতীদের আড্ডার জায়গা হয়ে উঠেছে ইসলামপুরের নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির (আরএমসি) অধীনে থাকা তিনপুল এলাকার বাজার। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে আরএমসি'র বাজারের পরিকাঠামো বেহাল। এই সুযোগে সন্ধ্যা নামতেই দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয় বাজার চত্বর।

প্রায় ১৪ একর জায়গা নিয়ে তিনপুল সংলগ্ন এলাকায় এই বাজার তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল ধান, পাট, সর্ষে, গম সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি বিক্রি করতে এই বাজারে আসেন। এখানে গোরু কেনাবেচাও হয়। মাছ ও পান, ফল, কাঁচা লংকা, পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন সবজি ও কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজার এখানে আছে। সপ্তাহে দু'দিন বৃহস্পতিবার ও সোমবার ওই জায়গায় হাট বসে। ওই বাজারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর তিনদিকে গেট আছে। সামনের গেটটি বাদ দিলে বাকি দু'দিকের গেট বহু পুরোনো। সেই গেট রাত-দিন সবসময় খোলা থাকে। সন্ধ্যায় অন্ধকার নামতেই সেই গেট দিয়ে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ে। অসামাজিক কাজকর্ম হয়। মদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের নেশার আসর বসে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বাজার চত্বরে নিকাশি ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টি হলে সেই জল বের হতে পারে না। জমে থাকা জলের কারণে বাজারে আসা ক্রেতা ও বিক্রেতারা সমস্যায় পড়েন। হাট চত্বরে আবর্জনা পড়ে থাকছে। বিশেষ করে থার্মোকলের আবর্জনায় দূষণের মাত্রা বাড়ছে। সাফাই হয় না বললেই চলে। পরিস্রুত পানীয় জল, শৌচালয় নেই। গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে আরএমসি'র এই বাজারটির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু পরিকাঠামো বেহাল থাকায় সমস্যা হচ্ছে।

স্থানীয় প্রাক্তন কাউন্সিলার কংগ্রেসের মুজাফফর হুসেন বলেন, 'গেটগুলি বন্ধ করা হয় না। ফলে রাতে অসামাজিক কাজকর্ম হয়। এভাবে এলাকার পরিবেশ খারাপ হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নত না হওয়ায় মানুষের সমস্যা হয়। এই বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছি কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।'

ওই দপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন, মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য আরএমসি বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। গেটগুলি পুরোনো হয়ে গিয়েছে। সেগুলি সংস্কার করা দরকার। কর্মী না থাকায় নিয়মিত গেট বন্ধ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আরএমসিতে কিছু শেড তৈরির কাজ চলছে।

কলসি মাথায় দড়িতে হেঁটে তাক লাগাল খুদে অঞ্জলি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : হঠাৎ মাঠের পাশে ডুগডুগি ও ঢোলের শব্দ শুনে অনেকেই ভিড় করে দাঁড়ালেন। ভোটের শহরে ডুগডুগি বাজিয়ে আবার কীসের প্রচার? অনেকের মনেই প্রশ্ন। সময় একটু গড়াতেই কৌতূহলী দর্শকদের কাছে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হয়। যখন শিশুকণ্ঠে চিৎকার করে বলতে শোনা গেল, 'আইয়ে আইয়ে মেহেরবানো, কদরদানো...মাদারি কা খেল দেখিয়ে বাবুলোগ।' আস্তে আস্তে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াতে শুরু করলেন আট থেকে আশি সকলেই। প্রায় আধ ঘণ্টা খেলা দেখিয়েই নয় বছরের অঞ্জলি উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নিল।

মোবাইল ও ল্যাপটপে অনলাইন গেমের যুগে এধরনের খেলা দেখে প্রথমে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকল কচিকাঁচারা। কারণ দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, মাথায় কলসি নিয়ে দড়ির উপর বিভিন্ন রকমের খেলা দেখানো- এসব কিছুই ছিল তাদের কাছে নতুন। নয় বছরের বালিকার এরকম খেলা দেখে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না উপস্থিত সকলেই। প্রচণ্ড অনুশীলন না থাকলে যে এধরনের খেলা দেখানো সম্ভব নয় তা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের আমরা সবাই সূর্য সেন ক্লাব ময়দানে দাঁড়িয়ে এই খেলা চাক্ষুষে উপলব্ধি করেছেন অনেকেই।

একটা দড়ির উপর দাঁড়িয়ে কি এই খেলা দেখানো সম্ভব? নাতিকে নিয়ে এই খেলা দেখতে আসা রত্না সরকার তা জানান। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'এই ধরনের খেলাগুলো অনেক বছর আগে দেখা যেত। তবে যুগের সঙ্গে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে।' তবে গ্রামবাংলার পুরোনো এই খেলা দেখে খুশি হয় উপস্থিত কচিকাঁচারা। অনেকে আবার নীচে দাঁড়িয়েই অঞ্জলির খেলাগুলো অনুকরণ করতে থাকে। বর্তমান যুগের অনলাইন গেমের দুনিয়ার অন্যরকম এই খেলা শিশুমনে আনন্দ দেয়, ছেলেকে খেলা দেখাতে নিয়ে এসে পূজা দাস তা জানান।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই শীতকালে ডাবগ্রাম, শক্তিগড়, প্রধাননগর সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই খেলা দেখায় ছত্তিশগড় থেকে আসা অঞ্জলি নাথ। অঞ্জলির কথায়, 'শীতকালে খেলা দেখিয়ে যা আয় হয় তা বাড়িতে দিয়ে সাহায্য করি। মা আমার সঙ্গে আসে। শীতকালে খেলা দেখানো শেষ হলে আমরা আবার দেশের বাড়ি চলে যাই। অনেক অনুশীলন করতে হয়। প্রতিবছরই খেলায় নতুনত্ব দেখানোর চেষ্টা করি। যাতে শিলিগুড়িবাসীকে আনন্দ দিতে পারি।'

মাস্ক কী জানে না এরা। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে শিশুদের নিয়ে ভবঘুরে মায়েরা। বৃহস্পতিবার।

স্টেশনের ভবঘুরেরা হতে পারে সুপারস্প্রেডার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের ভবঘুরে শিশু ও তাদের মায়েরা সুপারস্প্রেডার হতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দিনভর স্টেশনে ঘুরে বেড়ানো এই ভবঘুরেদের কারও মুখে মাস্ক থাকে না। কোনও বাধা থাকে না বলে এই ভবঘুরেরা অনায়াসে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মানুষের সরাসরি সংস্পর্শে চলে যেতে পারে। শহরের বিভিন্ন এলাকাতেও এদের অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

শহরবাসীর করোনা টিকাকরণ সম্পূর্ণ করতে প্রশাসন বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও ভবঘুরেদের টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নেই। শিলিগুড়ি পুরনিগমও কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এই পরিস্থিতিতে ভবঘুরেরা যদি কোনও সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে সংক্রামিত হয়ে পড়েন, তবে তাঁদের থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। একজনও ভ্যাকসিনেটেড নয় বলে পরবর্তীতে এই ভবঘুরেরা সুপারস্প্রেডার হয়ে উঠতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। চিন্তার বিষয়, শহরে ভবঘুরেদের সংখ্যা কত, প্রশাসনের কাছে তার কোনও নির্দিষ্ট তালিকা নেই। শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'এর আগে কোভিড নিয়ে বৈঠকে ভবঘুরেদের বিষয়ে কথা হয়েছে। বৈঠকে তাঁদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি শহরে ভবঘুরেদের সংখ্যা প্রচুর। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ভবঘুরেদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। খাবারের খোঁজে দিনভর এঁরা নানা মানুষের সংস্পর্শে আসেন। অনেক সময় স্টেশন থেকে শহরাঞ্চলেও চলে আসেন ভবঘুরেরা।

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও ভবঘুরেদের টিকাকরণে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করছে। শিলিগুড়ি ইউনিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি রাকেশ দত্ত বলেন, 'এনজেপি স্টেশনে ভবঘুরে শিশু ও তাদের মায়েদের নিয়ে প্রশাসনের এখনই ভাবা উচিত।' লাটাগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এসো হাত ধরি'র তরফে রবি ওরাওঁ জানান, ছোট ছোট বাচ্চাগুলি যে কোনও সময় সংক্রামিত হতে পারে। প্রশাসনের আগে তাদের নিয়ে ভাবা উচিত। পরবর্তীতে তাদের মায়েদেরও টিকারণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

মূর্তি পাচারের চেষ্টায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

রাজগঞ্জ ও বাগডোগরা, ১৩ জানুয়ারি : বহু মূল্যবান প্রচীন বিষ্ণুমূর্তি পাচারের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হয়েছে রাজগঞ্জ থানার সিভিক ভলান্টিয়ার ইসমাইল হক। বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ থানার পুলিশ সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুন্দারুগছ গ্রামে ইসমাইলের বাড়িতে হানা দেয়। ইসমাইলের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ দেখে, ঘরে তালা লাগিয়ে পরিবারের সদস্য বেপাত্তা। পুলিশ তালা ভেঙে ঘরে তল্লাশি করেও কিছু পায়নি।

বুধবার রাতে বাগডোগরার অদূরে মূর্তি সহ ইসমাইল এবং অনুপ মণ্ডলকে শিলিগুড়ি কমিশনারটের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করে। এদের সঙ্গে আরও চারজন ছিল। তারা পালাতে সক্ষম হয়। শিলিগুড়ির এক ব্যক্তির কাছ থেকে মূর্তিটি নিয়ে নেপালের কোনও ব্যক্তির কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ ধৃতদের জেরা করে পাচারের সঙ্গে যুক্তদের হদিস পাওয়ার চেষ্টা করছে। পুলিশের আশঙ্কা, এর সঙ্গে বড় পাচারচক্র জড়িত রয়েছে।

মূর্তির বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষরকুমার মৈত্র সংগ্রহশালার প্রাক্তন কারিগরি নির্দেশক ফজলুর রহমান বলেন, '১১০০-১২০০ শতাব্দীর পালযুগের এই বিষ্ণুমূর্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্য অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারেও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। এই মূর্তিটি দেখে মনে হচ্ছে খুব ভালোভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনও সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা ছিল। সেখান থেকেই চুরি করা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসমাইল ২০১৩ সালে সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজে যোগ দেয়। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। দু'বছর সে থানার কাজে যায়নি। ফুলবাড়ি এলাকার একটি এটিএমে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করত। একমাস আগে ফের সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজে যোগ দেয়।

সংক্রমণ বাড়তেই ফের মাস্কের পসরা ব্যবসায়ীদের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : দিন-দিন করোনা সংক্রমণ যত বাড়ছে, তত উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। অনেকেরই আশঙ্কা, তাঁদের জীবন-জীবিকায় এর প্রভাব পড়তে পারে। তবে, এই পরিস্থিতিতে বিক্রি বেড়েছে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের। ফলে হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ীদের মুখেও।

করোনার প্রথম পর্যায়ে অনেকেই কাজ হারিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের অনেকেই মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিক্রি শুরু করেন। সংসার চালানোর জন্য তখন তাঁদের কাছে এই পেশাই ছিল ভরসা। শিলিগুড়ির প্রায় প্রতিটি পাড়ায় দেখা যেত, টেবিলে মাস্ক-স্যানিটাইজার সাজিয়ে বসে রয়েছেন কোনও ব্যক্তি। মাঝে সংক্রমণ কমে যাওয়ায় কমে গিয়েছিল মাস্ক-স্যানিটাইজারের চাহিদা। দোকানও গুটিয়ে নিয়েছিলেন অনেক বিক্রেতা। তবে করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতেই ফের এসবের খোঁজে ছুটছেন সাধারণ মানুষ। তাই আবার মাস্ক-স্যানিটাইজারের পসরা সাজিয়ে বসেছেন শহরবাসীর অনেকেই। বিক্রিও হচ্ছে সেসব। এদিনও হায়দারপাড়ার অনীক ঘোষ, পূর্ণিমা দেবের মতো অনেক ক্রেতাকেই দেখা গেল মাস্ক কিনতে।

গত বছর করোনার প্রভাব পড়েছিল সুভাষপল্লির নিখিল সরকারের পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি। বাধ্য হয়েই মাস্ক ও স্যানিটাইজারের দোকান দিয়েছিলেন তিনি। তবে পরে বিক্রি কমে যাওয়ায় বন্ধ করতে হয় ব্যবসা। তবে এবার ফের করোনা সংক্রমণ বাড়তেই ফের পসরা সাজিয়ে বসে পড়েছেন তিনি। নিখিলের কথায়, 'দোকান খোলার সময় বেশ ভালোই ব্যবসা হচ্ছিল। পরে এমন সময় এল, যখন আর কোনও লাভই হচ্ছিল না। এখন করোনা সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে, তাতে বেড়েছে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের চাহিদা। তাই আবার দোকান খুলেছি।' প্রধাননগরের বিকাশ পাসোয়ানের কথায়, 'আগের বছর করোনার কারণে ভালো ব্যবসা হয়েছিল। পরে যেহেতু মানুষ করোনা নিয়ে খুব একটা সচেতন ছিলেন না, তাই তেমন কেনাকাটা হত না। কিন্তু ফের মাস্ক ও স্যানিটাইজারের চাহিদা দেখে দোকান খুলে বসেছি।'

ডাম্পার চলাচল নিয়ে বৈঠক আজ

বাগডোগরা, ১৩ জানুয়ারি : আঠারোখাইয়ের শিসাবাড়ির বালাসন নদী থেকে বালি-পাথর তুলে ডাম্পার ও ১০-১৬ চাকার ট্রাক চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওভারলোডিংয়ের অভিযোগে প্রায় ১০ দিন আগে ওই রাস্তা দিয়ে ডাম্পার ও ট্রাক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুক্রবার ডাম্পার ও ট্রাকচালক এবং নদী থেকে বালি তোলার কাজে যুক্ত শ্রমিকরা মাটিগাড়ার বিডিওর সঙ্গে দেখা করে ফের ডাম্পার চলাচল করতে দেওয়ার দাবি জানান।

বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়ি চলাচলে বাধা দিচ্ছেন। কারণ বালি-পাথর ভর্তি গাড়ি চলাচলের জেরে রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে। ধুলোয় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। সমস্যা মেটাতে তিনি শুক্রবার বৈঠক ডেকেছেন। বৈঠকে মোটর ভেহিকলস দপ্তর, বিএলআরও, পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে কত ভারী গাড়ি চলাচল করবে সেবিষয়ে সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মাটিগাড়া ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অজিত মিশ্র বলেন, '১০ দিন ধরে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় চরম সমস্যা হয়েছে। অনেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনেছেন। তাঁদের কিস্তি দিতে সমস্যা হয়েছে। আমরা লিজ ঘাট থেকে বালি-পাথর তুলে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলে সমস্যা কোথায়?'

তৃণমূলের মাটিগাড়া ব্লক সভাপতি অভিজিৎ পালের বক্তব্য, 'ডাম্পার চলাচলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু ওভারলোড করে চলাচলে আমাদের আপত্তি আছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, গ্রামের রাস্তা দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচল করবে না। আঠারোখাইয়ে নিয়ম মেনে ডাম্পার চলুক। আমাদের কোনও আপত্তি নেই।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজেন সুনদান বলেন, 'ডাম্পার মালিকরা আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁদের বলেছি, শুক্রবার প্রশাসন বৈঠক ডেকেছে। প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে।'

৩৯ গবাদি প্রাণী সহ আটক ৮

খড়িবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তে ৩৯টি গবাদি প্রাণী সহ ৮ জনকে আটক করল এসএসবি। এসএসবি'র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের রামধনজোত এবং কদোমণিজোত কোম্পানির জওয়ানরা পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে গবাদি প্রাণীদের উদ্ধার করেন।

বুধবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বাতাসিতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চালানোর সময় একটি ট্রাক থেকে ১৭টি গোরু সহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের নাম গণেশ যাদব ও পঙ্কজ রায়। দুজনেরই বাড়ি বিহারে। জানা গিয়েছে, ট্রাকটি বিহার থেকে অসমে যাচ্ছিল। গবাদি প্রাণী নিয়ে যাওয়ার কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে না পেরে ওই দুজনকে আটক করে এসএসবি। রাতেই আটক ট্রাক সহ দুজনকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে, বুধবার রাতে ফুলবাড়ি চা বাগান এলাকায় এসএসবি জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে ২২টি মোষ সহ ৬ জনকে আটক করেন। ধৃতরা হল মহঃ জাকির, মহঃ আবিদ, সিরাজউদ্দিন, মহঃ হামিরাদুর রহমান, মহঃ সাহাদুল ও মহঃ রাজু। সকলেই বিহারের বাসিন্দা। ধৃতরা বিহার থেকে মোষগুলোকে ফুলবাড়ি চা বাগান দিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। আটকদের রাতেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধার গোরুগুলিকে খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে।

এসএসবি ক্যাম্পে ধৃতরা। বৃহস্পতিবার। -কার্তিক দাস

প্রধানের বিরুদ্ধে ৬ বার অনাস্থা

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোপা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান কমলিনী সরকারের বিরুদ্ধে শাসকদলের নেতারা ৬ বার অনাস্থা আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। অভিযোগ, প্রধান কমলিনী সরকার নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে চলেছেন। এই বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যা অনীতা রায়, নীলতি রায়, যশবন্ত রায়রা। জানা গিয়েছে, এই সদস্যরা প্রধান হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। সে কারণেই বারবার অনাস্থা আনছেন তাঁরা বলে পঞ্চায়েত সূত্রের খবর।

জাল নোট সহ গ্রেপ্তার মহিলা

খড়িবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি : সবজির দোকানে জাল নোট চালাতে গিয়ে গ্রেপ্তার ফাঁসিদেওয়ার এক মহিলা। তার কাছ থেকে ১৪ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার সন্ধ্যায় খড়িবাড়ির বাতাসিতে একটি সবজির দোকানে ৫০০ টাকার জাল নোট নিয়ে সবজি কিনতে যায় চটহাটের মিনা খাতুন। নোটটি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় দোকানদার ওই মহিলাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ ওই মহিলাকে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে খবর, মিনার কাছ থেকে ১২টি ৫০০ টাকার এবং ৪টি ২০০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ওই মহিলা জাল নোটের কারবারের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশের অনুমান। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃত মহিলাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দোকানে চুরি

ইসলামপুর, ১৩ জানুয়ারি : অলংকারের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল ইসলামপুর থানার পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের টালিঘর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাতে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সুদীপ কর্মকার জানান, বৃহস্পতিবার সকালে দোকান খুলেই তিনি দেখেন, লকার ভেঙে সোনা, রুপোর গয়না চুরি হয়ে গিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ১৩ জানুয়ারি : কৃষকদের ঋণ দেওয়া নিয়ে হয়রানির অভিযোগে বৃহস্পতিবার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দাসপাড়া শাখায় স্মারকলিপি দেয় তৃণমূল কিষান ও খেতমজুর কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক কমিটি। সংগঠনের ব্লক সভাপতি শংকর বৈদ্য জানান, ঋণ সংক্রান্ত হয়রানি ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাংকের ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

সিকিমে রপ্তানি বন্ধ, দুশ্চিন্তায় স্ট্রবেরি চাষিরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : শিলাবৃষ্টি নিয়ে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস কপালে চিন্তার ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু বুধবার এবং বৃহস্পতিরবার বৃষ্টি হলেও শিলিগুড়ি সহ আশপাশের এলাকায় কোথাও শিলাবৃষ্টির খবর পাওয়া যায়নি। যার ফলে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার পতিরামজোত এলাকার স্ট্রবেরি চাষিদের মুখে হাসি ফুটেছে। কিন্তু তাতেও যেন দুঃশ্চিন্তার মেঘ কাটছে না। করোনার কারণে সিকিম স্ট্রবেরি আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চাষিদের স্থানীয় বাজারের ওপর ভরসা রাখতে হচ্ছে। কিন্তু এত স্ট্রবেরি কি শিলিগুড়িতে বিক্রি হবে? সেটাই সবচাইতে বড় প্রশ্ন।

চাষিদের বক্তব্য, শিলাবৃষ্টি হলে ফসল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। এমনটা হলে কোনওভাবে ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়ানো যেত না।

বৃহস্পতিবার পতিরামজোতের মাতৃছায়ার পাশের একটি খেতে স্ট্রবেরি চাষের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁরা সেখানে চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন। কী করে লাল ফল বাজারজাত করা যেতে পারে সেবিষয়ে পরামর্শ দেন। চলতি মরশুমে সুইট চার্লি, উইন্টারডন, ফেস্টিভ্যাল, নেভিলা'র মতো বিভিন্ন প্রজাতির স্ট্রবেরি ফলেছে। যার মধ্যে সুইট চার্লির ভালো চাহিদা রয়েছে। মাটিগাড়া ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা পিনাজ বেদ বলেন, 'অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর স্ট্রবেরি শরীরের জন্য খুবই উপকারী। সেজন্য বাজারে এর চাহিদা রয়েছে। নতুন প্রজন্ম যদি অন্য কোনও ফসল চাষ করতে না চায়, তবে তারা স্ট্রবেরি চাষ করতে পারে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আমরা স্ট্রবেরি চাষে সহযোগিতা করছি। এই অঞ্চলের অর্থনীতির বিকাশে তা সহায়ক হবে।'

এমনিতে পতিরামজোতকে এগ্রি টুরিজমের জায়গা হিসাবে তুলে ধরতে স্ট্রবেরি গ্রামের রূপ দেওয়ার প্রয়াস করা হচ্ছে। বর্তমানে চারটি জায়গায় স্ট্রবেরি চাষ হচ্ছে। ফলনও ভালো হচ্ছে। কিন্তু সিকিমের পথ খোলার দিকে চেয়ে বসে রয়েছেন চাষিরা। নিজের দুই বিঘা জমির ওপর স্ট্রবেরি চাষ করছেন হরিন্দ্র সরকার। হরিন্দ্রবাবু বলেন, 'ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু করোনার জন্য বাজার ধরতে সমস্যা হচ্ছে। আমরা চাইছি মানুষ এসে সরাসরি খেত থেকে স্ট্রবেরি কিনে নিয়ে যাক। নিজের পছন্দ মতো তাঁরা স্ট্রবেরি কিনে নিয়ে যেতে পারবেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের সিকিমে স্ট্রবেরি রপ্তানি করব।'

চলতি মরশুমে চাষিদের কাছে স্ট্রবেরি কিনতে চেয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসতে শুরু করেছে। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ২০ কেজির কাছাকাছি স্ট্রবেরি খেত থেকে বের হচ্ছে।

সম্পূর্ণ জৈব সার ব্যবহার করে স্ট্রবেরি চাষ করা হচ্ছে। পাইকারি বাজারে এবছর ৩৫০-৪০০ টাকা কেজি দরে চাষিরা স্ট্রবেরি বিক্রি করছেন। খোলাবাজারে সেই স্ট্রবেরির দাম ৫০০-৬০০ টাকা কেজি।

> “ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু করোনার জন্য বাজার ধরতে সমস্যা হচ্ছে। আমরা চাইছি মানুষ এসে সরাসরি খেত থেকে স্ট্রবেরি কিনে নিয়ে যাক।
>
> – **হরিন্দ্র সরকার**
> *স্ট্রবেরি চাষি*